প্রশ্নোত্তরে
মহিলাদের নামায

মাওলানা মোফাজ্জল হক

সবুজপত্র

কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ!

নামায একটি মৌলিক ইবাদত, যা নারী-পুরুষ সবার জন্য ফরয। নামায মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আরকান-আহকামসহ মৌলিক বিধি-বিধান এক হলেও নামায আদায়ের পদ্ধতিতে পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। এখানে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওযূ, গোসল, পাক-নাপাক ও মহিলাদের নামায সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বড় বড় গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে তা থেকে প্রশ্নোত্তর বের করা সবার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় আমাদের এই প্রচেষ্টা।

এ গ্রন্থে পরিবেশিত প্রশ্নের জবাব প্রসিদ্ধ আলেমগণের লেখা প্রামাণ্য কিতাব থেকে চয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য– বুরহান উদ্দীন আলী ইবনে আবু বকরের 'হেদায়া', উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ইবনে মাহমুদের 'শরহে বেকায়া', আবুল হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল বাগদাদীর 'আল কুদূরী', মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর 'বেহেশতী জেওর' এবং আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী, শায়খ আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাজ, আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, আল্লামা আতাইয়া খামীস, মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত চব্বিশজন উলামার সংকলিত দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ইত্যাদি। এখানে নিজেদের মনগড়া কোনো কথা বা মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। প্রত্যেকটি জবাবের দলীল হিসেবে প্রামাণ্য কিতাব রয়েছে।

আমরা ইসলামী জ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে 'প্রশ্নোত্তরে মহিলাদের নামায' বইখানি প্রথম প্রকাশ করলেও সমাজের বৃহত্তর পরিসরে গ্রন্থখানি পৌঁছে দেয়ার লক্ষে এখন 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত হলো। ভুলত্রুটি জানিয়ে দিলে সংশোধন করব, ইনশাআল্লাহ। এ কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

মোফাজ্জল হক
নশরতপুর, বগুড়া।
মোবাইল: ০১৭১০৩৩৩৭১

ওযূ-গোসল ও নামাযের ফরয-ওয়াজিবসমূহ

ওযূর ফরযসমূহ

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা, ৩. মাথা মাসেহ করা ও ৪. দুই পা গোড়ালীসহ ধৌত করা।

গোসলের ফরযসমূহ

১. গড়গড়াসহ কুলি করা, ২.নাকের ভেতরে পানি পৌঁছানো ও ৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো।

নামাযের ফরযসমূহ: নামাযের ফরয ১৪টি। যথা–

নামাযের বাইরের ৭টি ফরয [আহকাম]

১. শরীর পাক, ২. পরনের কাপড় পাক, ৩. নামাযের জায়গা পাক, ৪. সতর ঢাকা, ৫. কেবলামুখী হওয়া, ৬. ওয়াক্ত চিনে নামায পড়া ও ৭. নিয়ত করা।

নামাযের ভেতরের ৬টি ফরয [আরকান]

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা, ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া, ৩. কিরাআত পড়া, ৪. রুকূ করা, ৫. সিজদা করা ও ৬. শেষ বৈঠক।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ: নামাযের মধ্যে ওয়াজিব মোট ১৪টি। যথা–

১. সূরা ফাতিহা পড়া, ২. সূরা ফাতিহার পর কুরআনের আরও কিছু অংশ পড়া, ৩. রুকূতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, ৪. রুকূ থেকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ানো, ৫. সিজদায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, ৬. দু'সিজদার মাঝে স্থির হয়ে বসা, ৭. তিন ও চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাআতের পর বসা, ৮. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া, ৯. সালাম শব্দ দ্বারা নামায শেষ করা, ১০. তা'দীলে আরকান অর্থাৎ নামাযের রুকনসমূহ (কিরাআত, রুকূ, সিজদা) ধীরে-সুস্থে আদায় করা, ১১. ফরয ও ওয়াজিবগুলো তারতীব মতো আদায় করা, ১২. ফরয নামাযে ফজর, মাগরিব ও ইশায় আওয়াজ করে কিরাআত পড়া এবং যোহর ও আসরে আওয়াজ না করা, ১৩. বিতরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়া, ১৪. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬টি তাকবীর বলা।

ওযূ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

১. গোসলের পর আবার কি ওযূর প্রয়োজন আছে?

উঃ গোসলের দ্বারাই ওযূ হয়ে যায়। নতুন করে ওযূ করার প্রয়োজন নেই।

২. গোসলের পূর্বে ওযূ করা হয়েছে; কিন্তু গোসলের মধ্যেই আবার তা নষ্ট হয়ে গেল, এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার ওযূ করার প্রয়োজন আছে কি?

উঃ যদি ওযূ নষ্ট হওয়ার পর গোসল অব্যাহত রাখা হয় এবং ওযূর অঙ্গগুলো দ্বিতীয়বার ধোয়া হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ওযূ নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ না ঘটা পর্যন্ত ওযূ বলবৎ থাকবে এবং সেই ওযূতে নামাযও পড়া যাবে।

৩. ওযূ করার পর দেখা গেল কিছু অংশ শুকনো রয়ে গেছে, এখন কি পুনরায় ওযূ করতে হবে, না শুকনো জায়গা ধুয়ে নিলেই চলবে?

উঃ শুধু শুকনো জায়গাটুকু ধুয়ে নিলেই হবে। তবে সেখানে পানি প্রবাহিত করতে হবে, শুধু ভেজা হাত দিয়ে মুছে দিলে ওযূ হবে না।

৪. একজনের ওযূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে অন্য কেউ ওযূ করতে পারবে কি?

উঃ ওযূ করার পর ঐ পাত্রের অবশিষ্ট পানি পাক। অন্য যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারবে।

৫. আমাদের বাড়ির গোসলখানায় আমরা গোসল করি, আবার রাতে উঠে সেখানে পেশাব করি। সেই গোসলখানায় বসে কি ওযূ করা যাবে?

উঃ গোসলখানায় পেশাব করা উচিত নয়, এতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। যদি সেখানে পেশাব করা হয় তবে ওযূর পূর্বে ভালো করে ধুয়ে তা পাক করে নিতে হবে।

৬. যদি বসে ওযূ করতে কষ্ট হয় তাহলে কি দাঁড়িয়ে ওযূ করা যাবে?

উঃ দাঁড়িয়ে ওযূ করলে পানির ছিটা পড়ার ভয় থাকে। এজন্য যথাসম্ভব বসে ওযূ করা উচিত। আর যদি কোনো অসুবিধার কারণে একান্তই দাঁড়িয়ে ওযূ করার প্রয়োজন হয় তাহলে করা যাবে।

৭. আজকাল অনেক বাড়িতে বেসিন লাগানো। তারা দাঁড়িয়ে বেসিনে ওযূ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দাঁড়িয়ে ওযূ করলে নামায হবে কি?

উঃ দাঁড়িয়ে ওযূ করলেও হয়ে যাবে আর যদি ওযূ সঠিকভাবে করা হয় তাহলে সেই ওযূ দিয়ে নামাযও পড়া যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে কিবলামুখ হয়ে বসে ওযূ করা।

৮. কী পরিমাণ ঘুম আসলে ওযূ নষ্ট হবে? স্বাভাবিক ঘুম, না বিশেষ কোনো অবস্থার সৃষ্টি হলে?

উঃ শুয়ে বা ঠেস লাগিয়ে ঘুমালে ওযূ ভঙ্গ হয়। বসে বসে বা সিজদায় সামান্য ঘুম বা ঝিমালে ওযূ নষ্ট হবে না।

৯. নামায পড়ার সময় যদি নাক দিয়ে রক্ত বের হয় তখন কি নামায ছেড়ে দিতে হবে?

উঃ নাক দিয়ে রক্ত বের হলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য পুনরায় ওযূ করে নামায পড়তে হবে।

১০. দাঁত থেকে রক্ত বের হলে কি ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে?

উঃ যদি মুখে রক্তের স্বাদ অনুভূত হয় কিংবা থুথুর রং রক্তবর্ণ হয় তাহলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে; নইলে হবে না।

১১. ঘুমালে তো ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু গড়াগড়ি দিলে কিংবা ঠেস দিয়ে বসলেও কি ওযূ নষ্ট হয়ে যায়?

উঃ ঠেস দিয়ে বসলে কিংবা গড়াগড়ি দিলে যদি ঘুম না আসে তাহলে ওযূ নষ্ট হবে না।

১২. ইমাম মালিকের মুয়াত্তায় দেখলাম, স্ত্রীকে চুমো খেলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। হানাফী মাযহাবের অভিমতও কি তাই?

উঃ হানাফী মাযহাবে স্ত্রীকে চুমো খেলে ওযূ নষ্ট হবে না। তবে যদি মযী (গুপ্তাঙ্গ দিয়ে পিচ্ছিল কিছু) বেরিয়ে যায় তাহলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৩. অনেক মহিলা বলে থাকেন, ওযূ করে কাপড় বদলালে কিংবা কাপড় বদলানোর সময় অনাবৃত শরীর দেখলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন।

উঃ না, এতে ওযূ নষ্ট হয় না। তবে সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো।

১৫. ওযূর আগে মিসওয়াক করা কি মহিলাদের জন্য সুন্নত?

উঃ হ্যাঁ! মহিলাদের জন্যও ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নত।

১৬. ব্রাশ ও টুথপেস্ট ব্যবহারে কি মিসওয়াকের সওয়াব পাওয়া যাবে?

উঃ সুন্নাতের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা। অনেক আলেমের মতে, টুথব্রাশ ব্যবহারে সুন্নত আদায় হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ সুন্নত আদায় হয় না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১৭. রেডিও শোনা ও টিভি দেখায় কি ওযূ নষ্ট হয়?

উঃ রেডিও শুনলে এবং টিভি দেখলে ওযূ নষ্ট হবে না, তবে পুনরায় ওযূ করে নেওয়া ভালো।

১৮. কোনো শিশুকে নগ্ন অবস্থায় দেখলে বা উলঙ্গ কোনো ছবি দেখলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

উঃ না, হবে না।

১৯. নগ্ন কোনো ছবি দেখলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

উঃ নগ্ন ছবি দেখলে ওযূ নষ্ট হয় না। তবে তা দেখা গুনাহ। অবশ্য দ্বিতীয়বার ওযূ করে নেয়া ভালো।

২০. সাধারণভাবে একটি কথার প্রচলন আছে যে, হাঁটুর উপর কাপড় উঠে গেলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। কথাটি কি সত্যি?

উঃ পাজামা বা লুঙ্গি কারো সামনে হাঁটুর উপর তোলা গুনাহ। কিন্তু এরূপ হলে ওযূ নষ্ট হয় না।

২১. শুনেছি মহিলাদের ওযূর পর পায়ের নলা বেরিয়ে গেলেই ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় গোসলের পর কাপড় বদলাতে গেলে পায়ের নলা দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়, এমতাবস্থায় কি ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে?

উঃ শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত হয়ে পড়লে ওযূ নষ্ট হয় না।

২২. গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা হলো, গায়ে সাবান মাখা হলো; সাবান মাখার পর হাত শরীরের বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করলো। এখন গোসল করে কাপড় পরে নিলেই কি হয়ে যাবে, না পুনরায় ওযূ করতে হবে?

উঃ ওযূ হয়ে যাবে, পুনরায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ নগ্ন হলে কিংবা শরীরের বিশেষ কোনো জায়গা স্পর্শ করায় ওযূ নষ্ট হয় না।

২৩. কাজ করার সময় নখের ভেতর ময়লা ঢুকে যায়। অনেক সময় পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ওযূ করলে ওযূ হবে কি?

উঃ ওযূ হয়ে যাবে; কিন্তু নখ বড় রাখা উচিত নয়।

২৪. কানের ভেতর থেকে ময়লা পরিষ্কার করলে ওযূ নষ্ট হবে কি না? কানের খৈল যদি কাপড়ে লাগে তাহলে সেই কাপড়ে নামায হবে কি?

উঃ কান পরিষ্কার করলে ওযূ নষ্ট হবে না। হ্যাঁ, যদি কান থেকে পুঁজ বা কোনো পানি বের হয় আর তা আঙুল ঢুকালে আঙুলে লেগে যায় তাহলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেই পানি বা পুঁজও নাপাক।

২৫. ওযূ অবস্থায় চুল দাড়ি কাটলে কিংবা নখ কাটলে কি পুনরায় ওযূ করতে হবে?

উঃ চুল দাড়ি কাটলে এবং নখ কাটলে ওযূ নষ্ট হয় না। তাই পুনরায় ওযূ করারও প্রয়োজন নেই।

২৬. যদি ওযূ অবস্থায় সন্তানকে স্তন থেকে দুধ পান করানো হয় তাহলে কি পুনরায় ওযূ করতে হবে?

উঃ না, পুনরায় ওযূ করতে হবে না।

২৭. মহিলাদের ওযূ করার সময় ওড়না বা আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা জরুরি কি না?

উঃ পারতপক্ষে মহিলাদের মাথা খোলা রাখা উচিত নয়, তবে ওযূ হয়ে যাবে।

২৮. নেইল পলিশ ব্যবহার করলে মহিলাদের ওযূ হয় না; কারণ নেইল পলিশের ভেতর পানি ঢুকে না। কিন্তু ক্রীম, পাউডার, মেকআপ প্রভৃতি লাগিয়ে ওযূ করা যাবে কি?

উঃ সেগুলো যদি কোনো অপবিত্র বস্তুর সমন্বয়ে তৈরি হয়ে না থাকে তাহলে কোনো দোষ নেই। ওযূ হয়ে যাবে।

২৯. শুনেছি সেন্ট ব্যবহার করলে নাকি ওযূ নষ্ট হয়ে যায়? কারণ এতে স্প্রিট আছে।

উঃ সেন্ট ব্যবহারে ওযূ নষ্ট হয় না। অবশ্য দেখতে হবে সেন্ট তৈরিতে কোনো নাপাক জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে কি না? সেন্টের উপাদান সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট শুনেছি, নাপাক কোনো উপাদান সেন্টে নেই। যদি সত্যি হয় তাহলে সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয।

৩০. নখে নেইল পলিশ ব্যবহার আজকাল মেয়েদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওযূ করতে গেলে কি নেইল পলিশ তুলে ফেলতে হবে? নাকি এর ওপর দিয়েই ওযূ হয়ে যাবে?

উঃ নেইল পলিশ ব্যবহার করার ফলে নখের ওপর হালকা একটি আস্তরণ পড়ে যায়, যা ভেদ করে নিচে পানি পৌঁছতে পারে না। তাই এ অবস্থায় ওযূ ও গোসল শুদ্ধ হয় না। এতে অপবিত্র ব্যক্তি অপবিত্রই থেকে যায়। যারা বলেন, নেইল পলিশ না উঠিয়ে ওযূ গোসল হয়, তারা ভুল বলেন।

৩১. বিনা ওযূতে চলাফেরা করার সময় দরূদ শরীফ পড়া জায়েয কি না?

উঃ বিনা ওযূতে দরূদ শরীফ পড়া যায়, তবে ওযূর সাথে পড়া উত্তম।

৩২. এক ব্যক্তি অফিসে একাকী বসে আছে। হাতে কোনো কাজ নেই। এখন সে ওযূ ছাড়া আল্লাহর যিকির এবং আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করতে পারবে কি?

উঃ আল্লাহর যিকিরের জন্য ওযূ শর্ত নয়। বিনা ওযূতে তাসবীহ তাহলীল করা জায়েয। তবে ওযূর সাথে করা উত্তম।

৩৩. ওযূ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয কি? যদি তিলাওয়াতের সময় ওযূ থাকে কিন্তু মুখে কিছু খাচ্ছে আর তিলাওয়াত করছে তাহলে সেটি কেমন?

উঃ বিনা ওযূতে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। তবে তা স্পর্শ করা যাবে না। খেতে খেতে তিলাওয়াত করা আদবের খেলাফ।

৩৪. একটি দুর্ঘটনার কারণে আমার এক পা কেটে ফেলা হয়েছে। সেখানে কৃত্রিম পা লাগিয়ে নিয়েছি। নামাযের সময় ওযূ করতে বেশ কষ্ট হয়। পা খুলে নেয়া সম্ভব হয় না। তখন তায়াম্মুম করে চেয়ারে বসে নামায আদায় করি। রুকু সিজদা দিতে বেশ কষ্ট হয়। আপনি মেহেরবানী করে আমাকে সহজ কোনো রাস্তা (যদি থাকে) বাতলে দেবেন।

উঃ গিরার ওপর থেকে যদি পা কাটা থাকে তাহলে তা ধোয়ার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। কৃত্রিম পা ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি বসতে পারলে বসেই নামায পড়বেন এবং ইশারায় রুকু সিজদা করবেন।

গোসল সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

৩৫. মাসিকের পর পাক-পবিত্রতা অর্জনের জন্য কী কী কাজ করতে হবে?

উঃ কোথাও অপবিত্রতা লেগে থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে গোসল করে নিতে হবে।

৩৬. দাম্পত্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য পালন করার পর গোসলের সময় মহিলাদের মাথার সবগুলো চুলই কি ভেজাতে হবে, নাকি না ভেজালেও গোসল হয়ে যাবে?

উঃ চুলের গোড়া ভেজাতে হবে। শক্ত করে বেণী বাঁধা থাকলে না খুললেও চলবে।

৩৭. এক ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয হলো। সে গোসল করে পূর্বের ব্যবহৃত কাপড় কি পুনরায় পড়তে পারবে, যদি সেই কাপড়ে কোনো নাপাকী লেগে না থাকে?

উঃ নিঃসন্দেহে পড়তে পারবে।

৩৮. ঘুমানোর পর কোনো ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে গেলে গোসল করা কি ফরয? এ অবস্থায় পানাহার করা যাবে কি? নাপাক অবস্থায় কিছু স্পর্শ করলে তা নাপাক হয়ে যায় কি?

উঃ ঘুমের মধ্যে শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে গোসল করা ফরয। কিন্তু এতে রোযা নষ্ট হয় না। গোসল ফরয অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করা জায়েয। হাত ভালোভাবে ধুয়ে কিছু স্পর্শ করলে তা নাপাক হয় না।

৩৯. মহিলাদের প্রসব হলেই কি গোসল ফরয হয়ে যাবে? আমরা শুনেছি মহিলারা গোসল না করলে তাদের পানাহার সব হারাম হয়ে যায় এবং তারা গুনাহগার হয়।

উঃ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাদের হাতের খানা খাওয়া জায়েয। যতক্ষণ তা বন্ধ না হয় ততক্ষণ তাদের ওপর গোসল ফরয হয় না। প্রসব করার সাথে সাথে গোসল করতে হবে– এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; বরং প্রসবান্তে যখন রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে তখন গোসল ফরয হবে।

৪০. কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে কামোত্তেজনা অথবা উত্তেজনাহীন অবস্থায় আঙুল ঢুকিয়ে দিলে কি তাদেরকে গোসল করতে হবে?

উঃ স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে আঙুল ঢুকানোর সময় যদি কাম উত্তেজনা থাকে এবং এতে বীর্যপাত হয় তাহলে গোসল করতে হবে। এতে যার বীর্যপাত হবে তাকেই শুধু গোসল করতে হবে। তা নাহলে কারো জন্য গোসল ফরয নয়। এ ছাড়া স্বামী যে আঙুল ঢুকিয়েছে তার জন্য গোসল করা ফরয নয়।

৪১. স্বামী স্ত্রী মিলন হলে গোসলের সময় গায়ের কাপড় ছাড়া বিছানার চাদর, বালিশের কভার, গেঞ্জি, ব্লাউজ ইত্যাদি ধৌত করতে হবে কি না?

উঃ স্বামী স্ত্রীতে মিলনের পর গোসল ফরয। আর যেসব কাপড়ে বীর্য লাগবে তা ধৌত করতে হবে। এমনকি যদি পরনের কাপড়ে বীর্য না লাগে তাহলে সেটাও ধৌত করা জরুরি নয়। আমাদের সমাজে কিছুসংখ্যক মহিলারা অজ্ঞতাবশত মিলনের দিনে চাদর, বালিশ, কভার, পাটি, পাখা ইত্যাদি ধৌত করে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, এটা ঠিক নয়।

৪২. গোসল ফরয এমন ব্যক্তি বিশেষ নিয়মে গোসল না করে সাধারণ গোসলের মতো গোসল করে নিলে সে কি পাক-পবিত্র হয়ে যাবে?

উঃ গোসল তো গোসলই। এর আর বিশেষত্ব কী? তবে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের সময় কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া অন্যতম শর্ত।

৪৩. এক ব্যক্তি নাপাকীর গোসল করছে। গোসল শেষ করার পর মনে হলো, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া হয়নি। এখন শুধু কুলি করলে এবং নাকে পানি দিলেই হয়ে যাবে, না পুনরায় গোসল করতে হবে?

উঃ গোসল হয়ে গেছে। পুনরায় গোসল করার প্রয়োজন নেই। (শুধু কুলি করে নাকে পানি দিয়ে নিলেই হবে। -অনুবাদক)